ইত্তেফাক

তারিখ ... ... ২৫।৩।৭৯ ... ...
পৃষ্ঠা ... .. ২ ... কলাম ৭ ... ...

009

রাজশাহী বোর্ডের তদন্ত রিপোর্ট প্রসঙ্গে

উপরোক্ত তদন্ত আক্রোশ ও চক্রান্তের ফলশ্রুতি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৭৫ সনের নভেম্বরে ডেপুটি সেক্রেটারী জনাব সাদাত হোসেনের পরিচালনায় উপরোক্ত অভিযোগের তদন্ত করেন। অভিযোগসমূহ সত্য প্রমাণিত না হওয়ায় সরকার নং২/৪০ শিক্ষা তারিখ ১২.১.৭৬ ও নং ২/৩৪০ শিক্ষা তারিখ ৫০.৩.৭৬ নং পত্রে সমস্ত অভিযোগ বাতিল করেন। একই বিষয়ে ১৯৭৬ সনের নভেম্বর মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পুনঃ তদন্ত নির্দেশ দেন। পুনঃতদন্তকারী অফিসার জনাব জালাল উদ্দিন আহমদ প্রাদেশিক সার্ভিসের একজন ডেপুটি সেক্রেটারী। সাবেক কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের জনাব সা'দাত হোসেনের তদন্ত রিপোর্ট গ্রহণ এবং চূড়ান্ত রায়ের পরে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের একজন অফিসার কর্তৃক একই বিষয়ে পুনঃ তদন্ত ও তদন্ত কমিটি কর্তৃক তৎকালীন বোর্ড সভাপতিকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়াই রিপোর্ট প্রদান বিস্ময়কর। রাজশাহী বোর্ড প্রশাসনে সফলতার দরুনই ডঃ শামসুদ্দিনকে জুলাই ১৯৭৬ ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে নিয়োগ করা হইয়াছিল এবং এখনও নিয়োজিত আছেন।

(ক) পুনঃ প..ীক্ষণ/পুনঃ নিরীক্ষণ: রাজশাহী বোর্ডের জন্মলগ্ন হইতে পুনঃ নিরীক্ষণের পাশাপাশি পুনঃ পরীক্ষণ প্রথা চালু ছিল। এসব কাজ অত্যন্ত অভিজ্ঞ অধ্যাপক/শিক্ষকগণের দ্বারা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরিচালনা করিয়া থাকেন। এটা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ষ্টেট্যুটরী দায়িত্ব। বোর্ড সভাপতি, প্রস্তাবিত সংশোধিত ফলাফল কেবল অনুমোদনের জন্য পরীক্ষা কমিটিতে পাঠাইয়া থাকেন। ১৯৭৬ সনের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উপরে পুনঃ নিরীক্ষণের/পুনঃপরীক্ষণের আবেদনে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সুপারিশকৃত সংশোধিত ফলাফল রাজশাহী বোর্ডের তদানীন্তন সভাপতি ডঃ খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে রাজশাহী বোর্ডের পরীক্ষা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল। এজন্য সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ শামসুদ্দিনকে দোষারোপ করা ঠিক নহে।

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে নভেম্বর, ১৯৭৫ তদন্ত কমিটি রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল:—

খ (১) গাড়ী মেরামত জরুরী বিবেচিত হওয়ায় এবং টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তিতে কোন সাড়া না পাওয়ায় বোর্ড সিদ্ধান্তক্রমে ঢাকার "শাহনওয়াজ" ও "নাভানা" হইতে মেরামত করা হয়। ৩১-৩-৭৫ তারিখে এষ্টিমেট অর্থ কমিটি ও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ইহা সত্য নয় যে, টেণ্ডার করা হয় নাই, বোর্ডের নির্দেশ নেওয়া হয় নাই, মেরামতি কাজে নূতন পার্টস ব্যবহার করা হয় নাই এবং অকেজো পুরানো পার্টস বোর্ডে ফেরত নেওয়া হয় নাই। মেরামতের ফলে গাড়ী দুইটি সন্তোষজনকভাবে সার্ভিস দিতে থাকে এবং প্রায় দুই বৎসর পর পরবর্তী চেয়ারম্যান ডঃ খলিলুর রহমানের সময়ে ১৯৭৭ সনে গাড়ী দুইটি বিক্রয় করা হয়। ১৯৭৫ সনে গাড়ী বিক্রয় করা হয় নাই। 'ল্যাণ্ড ক্রুজার' গাড়ীটি নয়া মালিকের অধীনে রাজশাহী নবাবগঞ্জ রুটে এখনও নিয়মিত ও সন্তোষজনক সার্ভিস দিতেছে।

খ (২) ডিসেম্বর, ১৯৭৪ সনে চট্টগ্রাম হইতে রাজশাহী বোর্ডের কাগজ বহন করার সময় ঢাকাস্থিত সিলেট ট্রান্সপোর্ট এজেন্সীর এক ট্রাক কাগজ ডেলিভারী দিতে ব্যর্থ হওয়ায় রাজশাহী ও ঢাকার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ কর্মকর্তাগণের সহায়তায় হারানো কাগজের একাংশ উক্ত এজেন্সীর ঢাকা গোডাউন হইতে উদ্ধার করা হয়। সামরিক প্রশাসনকেও পরবর্তী পর্যায়ে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়। পলাতক এজেন্সী মালিককে শাস্তি প্রদান ও অবশিষ্ট কাগজ উদ্ধারের জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসক সৈয়দ রেজাউল হায়াত-এর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল (ডিও নং ১২/এ-স তাং ২১-১-৭৬)।

খ (৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রাজশাহী বোর্ড কর্তৃক লিখিত পত্রে নং ৯৬/২য় ১৬/সংস্থাপন তাং ৩-২-৭৮ উপরোক্ত অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছেন। বোর্ড কর্তৃক যথোপযুক্ত কারণেই সরকারের সংস্থাপন বিভাগের পূর্ব অনুমতি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমোদনক্রমে পদসৃষ্টি বা নিয়োগ করা হইয়াছে। কর্মকর্তা/কর্মচারী 'নির্বাচন কমিটি' দ্বারাই করা হইত। এড-হক নিয়োগ অথবা পদোন্নতি সরকারী বিধি-নিষেধের আওতায় করা হইয়াছে।

বোর্ড সভাপতি বেআইনী কোন নিয়োগ বা পদোন্নতি প্রদান করেন নাই এবং কোন আত্মীয়কে উক্ত বোর্ডে নিয়োগ করেন নাই।

খ (৪) আলোচিত সময়ে বোর্ড জমা টাকার সুদ হইতে মোটা অংশ আয় করিয়াছে এবং যার ফলে ১৯৭২ সন হইতে ১৯৭৬ সন পর্যন্ত চার বৎসর ডঃ শামসুদ্দিনের পরিচালনায় সঞ্চয়ের পরিমাণ পূর্ব দশ বৎসরের পরিমাণের চাইতে বেশী হইয়াছিল।

খ (৫) সভাপতির সরকারী বাসভবনে, বোর্ডের সরকারী কাজে পিওনরা সাইকেল ব্যবহার করিত। বোর্ড সভাপতির ছেলেদের নিজেদেরই দুইখানা সাইকেল ছিল।

পুনঃ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য নয়, বস্তুতঃপক্ষে উদ্দেশ্যমূলক।

—ডঃ শামসুদ্দিন।